দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ 21 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাবির ভর্তি ফরম কালোবাজারে পাওয়া যাচ্ছে কোচিং সেন্টারে

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ফরম কালোবাজারে চলে গেছে। আর এ কারণে বিনা পরিশ্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ইউনিটের ফরম বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের অফিসে পাওয়া যাচ্ছে। ফরম বিক্রির প্রথম দিনেই 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের প্রায় তিন হাজার ফরম কালোবাজারি চক্রের হাতে চলে যায়। এই চক্রের সঙ্গে রাজধানীর ও বাইরের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোচিং সেন্টার জড়িত রয়েছে। একই সঙ্গে ফরম বিতরণকারী ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে কর্মচারীরা পর্যন্ত জড়িত রয়েছে বলে কালোবাজারিদের সূত্রে জানা গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব সংঘবদ্ধ চক্রকে ধরতে না পারলেও সোমবার বিচ্ছিন্নভাবে ফরম তুলে একত্রিত করার অভিযোগে প্রায় শতাধিক ফরম বাতিল করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুই (৪র্থ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির ভর্তি ফরম

(প্রথম পৃঃ পর)

ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, ভর্তির ফরম বিক্রির প্রথম দিন থেকে ক্যাম্পাসে অবস্থিত অগ্রণী, জনতা ও সোনালী ব্যাংকে চত্বরে যথারীতি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের লম্বা লাইন তৈরি হয়। একজন শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে একাধিক ফরম দেয়া হচ্ছে না। সোমবারও জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখার সামনে চার হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীকে ভিড় করতে দেখা যায়। ফরম সংগ্রহ করতে আসা শিক্ষার্থীদের অর্ধেকের বেশি সকাল থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে ফরম না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। ফরম সংগ্রহ করতে আসা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ফরম সংকটের এ অবস্থার মধ্যেও ব্যাংকের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ঘুষের বিনিময়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের কাছে ফরম বিক্রি করছেন। ঢাকার বাইরের কোচিং সেন্টারের এজেন্টরা ভর্তির ফরম সংগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার করছে। তবে এবার কালোবাজারে আসা ফরম নিয়ে ঘটেছে ছিনতাইয়ের ঘটনা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রবিবার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম বিতরণের প্রথম দিন। সকাল পৌনে ১০টা থেকে অপরাহ্ন আড়াইটা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা টিএসসির জনতা ব্যাংক অবরোধ করে রাখে। ফলে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরবর্তী তিন ঘণ্টা ফরম বিতরণ করা হয়। ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এসময় বিতরণ করা হয় 'খ' ইউনিটের ২ হাজার ৭শ' এবং 'ঘ' ইউনিটের ৩ হাজার ৭শ' ফরম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে পূবালী(?) সোনালী ব্যাংক বিতরণ করে ১ হাজার ৬শ' এবং অগ্রণী ব্যাংক বিতরণ করে ৪ হাজার ৫শ' ফরম। তবে অভিযোগ উঠেছে, জনতা ব্যাংকের বিতরণ করা ফরমের প্রায় অর্ধেকই দেয়া হয় রাতের আঁধারে। যা নির্দিষ্ট 'পারসেন্টেজের' বিনিময়ে বিভিন্ন কালোবাজারি চক্রের হাতে তুলে দেয়া হয়। অবশ্য এজন্য কালোবাজারি চক্রকে প্রতি ফরমে অতিরিক্ত ২৫ টাকা করে গুনতে হয়েছে।

এদিকে রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কোচিং সেন্টার 'ইউনিএইড- (কিরন-জাহান-কবির-সুমন)-এর শরীফ নামক এক কর্মচারি 'ঘ' ইউনিটের ২শ ফরম নিয়ে জনতা ব্যাংক থেকে বের হওয়ার পথে ফরম ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন। ছিনতাইকারীরা তাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে মারধর করে এবং সবগুলো ফরম রেখে দেয়। পরে শরীফ জানান, এফ রহমান হলের লোক প্রশাসন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আরিফের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে। তিনি জানান, এই চক্রের অন্যরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের বাংলা তৃতীয় বর্ষের জুয়েল, মুহসীন হলের ইতিহাস চতুর্থ বর্ষের মিরাজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের পলাশ ও মোশারফ, লোক প্রশাসন চতুর্থ বর্ষের মিঠু এবং জিয়া হলের আইইআর তৃতীয় বর্ষের বুলবুল। ঐদিন রাতে বুলবুল সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। রাতেই ছাত্রদল এফ রহমান হল ও জিয়া হলের নেতা-কর্মীরা এসব ফরম উদ্ধার করতে মাঠে নামে। তবে ছিনতাইকারীরা রাতেই এসব ফরম বিক্রি করে দেয়ায় তা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়